যুগান্তর

তারিখ 13 APR 2008
পৃষ্ঠা · ১৮ কলাম · ৩

হাটহাজারী থানায় হামলা

দেড় হাজার মাদ্রাসা ছাত্র শিক্ষককে আসামি করে মামলা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

শুক্রবার চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় মাদ্রাসা ছাত্র ও শিক্ষকদের হামলার ঘটনায় অজ্ঞাতনামা দেড় হাজার জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ডিআইজি একেএম শহীদুল হক যুগান্তরকে জানান, এ ঘটনায় কারা জড়িত তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্তে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা হলেও শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত একবারও পুলিশ হাটহাজারী

আসামি : পৃষ্ঠা ৭ : ক ৭

জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে : আইজিপি

যুগান্তর রিপোর্ট

আইজিপি নূর মোহাম্মদ বলেছেন, পল্টনে পুলিশের ওপর হামলা এবং চট্টগ্রামের হাটহাজারি থানায় হামলার ঘটনায় যোগসূত্র

ব্যবস্থা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৮

আসামি : ছাত্র শিক্ষককে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাদ্রাসায় প্রবেশের সাহস করেনি। ফলে এই মামলাটিও অতীতের অন্যান্য মামলার মতো ধামাচাপা পড়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। গত এক যুগে তিন দফা এই থানায় হামলা হলেও এ পর্যন্ত কোন মামলার কূলকিনারা হয়নি। এসব হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে জঙ্গি নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলেও মামলাগুলোর কোন নিষ্পত্তি হয়নি। বরং হরকাতুল জিহাদসহ উগ্র মৌলবাদী ইসলামী কয়েকটি সংগঠনের জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা থেকে তাদের বাঁচাতে ক্ষমতায় থাকা তৎকালীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতারা ছিলেন অতিমাত্রায় তৎপর। জোট সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরের ভাই মীর আনিসের বিরুদ্ধে তিন বছর আগে হাটহাজারীতে হরকাতুল জিহাদের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আবিষ্কারের ঘটনায় থানায় তাকে এক নম্বর আসামি করে মামলা হলেও তা ধামাচাপা পড়ে যায়। মীর আনিস হাটহাজারী বড় মাদ্রাসার (দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম) ছাত্র। শুধু মীর আনিস নয় ওই মাদ্রাসার ছাত্র জয়নাল আবেদীন কুতুবীর নেতৃত্বে ১৯৯২ সালে হাটহাজারীতে হরকাতুল জিহাদের ৫১ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। বান্দরবানের তালেবানি ক্যাডারদের বিভিন্ন ক্যাম্পে ১৯৯৮ সালে সামরিক অভিযান চালানোর পর থেকে তারা এসে হাটহাজারী এলাকায় আস্তানা গড়ে তোলে বলে পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে। হাটহাজারী বড় মাদ্রাসাকে প্রধান আস্তানা হিসেবে নিয়েও আরও ৩০-৩৫টি সরকার অননুমোদিত মাদ্রাসায় হরকাতুল জিহাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এই বড় মাদ্রাসায় বিভিন্ন সময় শীর্ষ মৌলবাদী দু'নেতার আনাগোনা রয়েছে।

সর্বশেষ শুক্রবার মাগরিবের নামাজের পর ৫-৬ হাজার মাদ্রাসা ছাত্র ওই মাদ্রাসা থেকে মিছিল সহকারে এসে অতর্কিতে হাটহাজারী থানায় হামলা চালায়। হামলা চালানোর পর তারা আবার মাদ্রাসায় প্রবেশ করে। ঘটনার পর চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি একেএম শহীদুল হক, জেলা পুলিশ সুপার কামরুল আহসানসহ পুলিশ ও র‌্যাবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা হাটহাজারী থানা পরিদর্শন করেন। ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য শুক্রবার রাত ৯টার দিকে ডিআইজি মাদ্রাসা শিক্ষকদের তলব করেন। মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মুফতী মোঃ উবাইদুল্লাহর নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি শিক্ষক দল রাত সাড়ে ৯টার দিকে হাটহাজারী থানায় আসেন। শিক্ষকরা জানান, যারা হামলা চালিয়েছে তারা মাদ্রাসার ছাত্র নয়। ভবিষ্যতে যাতে এ রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এ ব্যাপারে তারা সজাগ থাকবেন বলে পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাদের জানান। এ রকম দায়সারা উক্তির কারণে বারবার হামলাকারী মাদ্রাসা ছাত্ররা রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশকে গুরুতর আঘাত করত চুরি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগসহ ভয়ভীতির অপরাধে হাটহাজারী বড় মাদ্রাসার অজ্ঞাতনামা এক হাজার থেকে দেড় হাজার ছাত্রকে আসামি করে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আহত এসআই মোঃ ওয়ালি উল্লাহ বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আলমগীর যুগান্তরকে বলেন, মাদ্রাসার ছাত্ররা এর আগে ১৯৯৬, ৯৭ এবং ২০০১ সালেও থানায় হামলা চালিয়েছে। তদন্ত অব্যাহত আছে। মামলার স্বার্থে আর কোন তথ্য জানাতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মোঃ আনোয়ার যুগান্তরকে জানান, মাদ্রাসার ৬-৭ হাজার ছাত্র হামলা চালাতে এলেও থানার ভেতরে ঢুকে এক থেকে দেড় হাজার ছাত্র। তাদের নাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। হামলাকারী ছাত্ররা থানার প্রধান লোহার গেটটিও খুলে নিয়ে যায়। হামলায় ১৮-২০ লাখ টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে শুক্রবার ঘটনার পর থেকে হাটহাজারী থানায় দু'প্লাটুন অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার রাতে জেলা পুলিশ থেকে আরও ৪ প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। শনিবার সন্ধ্যায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

ব্যবস্থা : নেয়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। এ ঘটনায় যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, এ ধরনের গুণ্ডে ঘটনা আর ঘটতে দেয়া যায় না। এসব ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে। তদন্তসাপেক্ষে জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশেষ করে থানায় হামলার ঘটনাটি কোনভাবে বরদাশত করা হবে না। এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। গত দুই দিনে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার পুলিশ সদর দফতরে কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আইজিপি এসব কথা বলেন।

এদিকে পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে শুক্রবারের ঘটনায় কারা জড়িত তা উদঘাটনের জন্য গোয়েন্দারা কাজ শুরু করেছে। ঘটনার সময় ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবি ও রিপোর্টের সূত্র ধরে বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এসব ঘটনার পেছনে ইন্ধনদাতাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।